সংবাদ

তারিখ 22 SEP 2013
পৃঃ ৭ কলাম ৭

শিক্ষার মানোন্নয়নের নামে

দুর্নীতিগ্রস্ত 'সেকায়েপ' প্রকল্পে আরও ঋণ দিচ্ছে বিশ্বব্যাংক

রাকিব উদ্দিন

শিক্ষার মানোন্নয়নের নামে দুর্নীতিতে নিমজ্জিত সেকেন্ডারি এডুকেশন কোয়ালিটি অ্যান্ড অ্যাকসেস এনহান্সমেন্ট প্রজেক্টের 'সেকায়েপ' প্রকল্পে আরও প্রায় দুই হাজার কোটি টাকা (২৫০ মিলিয়ন ডলার) ঋণ দিচ্ছে বিশ্বব্যাংক। গত বৃহস্পতিবার শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সভাকক্ষে অনুষ্ঠিত এক বিশেষ সভায় ২৫০ মিলিয়ন ডলার ঋণ প্রদানের বিষয়ে চূড়ান্ত সম্মতি দিয়েছে বিশ্বব্যাংক। দুর্নীতি ও প্রকল্পের বাস্তবায়ন হতাশাজনক হওয়া সত্ত্বেও বিশ্বব্যাংকের ঋণ দেয়ার অনড় অবস্থানে শিক্ষা প্রশাসনে তোলপাড় শুরু হয়েছে।

এই ঋণ গ্রহণের জন্য আন্তর্জাতিক এই দাতা সংস্থাটি দীর্ঘদিন ধরে শিক্ষা প্রশাসনের উর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের কাছে নিয়মিত ধরনা দিচ্ছেন। কখনও কখনও চাপও প্রয়োগ করেছেন। কিন্তু শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের পরিকল্পনা ও উন্নয়ন শাখার কর্মকর্তারা ওই ঋণ গ্রহণের বিরোধিতা করছেন। অথচ প্রকল্প পরিচালক এবং মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদফতরের (মাউশি) কর্মকর্তারা যেকোন মূল্যে ঋণ নেয়ার পক্ষে।

এ বিষয়ে 'সেকায়েপ' প্রকল্পের পিডি শহীদ বখতিয়ার আলম গতকাল সংবাদকে বলেন, 'বৃহস্পতিবার বিশ্বব্যাংক ২৫০ মিলিয়ন ডলার ঋণ দেয়ার চূড়ান্ত সম্মতি দিয়েছে। গত দেড় বছরে প্রকল্পের উল্লেখযোগ্য সাফল্য মূল্যায়ন করে দাতা সংস্থাটি এই ঋণ দিচ্ছে।' প্রকল্পের অতীতের দুর্নীতি ও অনিয়ম সম্পর্কে তিনি বলেন, 'যারা

বিশ্বব্যাংক : পৃষ্ঠা : ১৫ ক : ৪

বিশ্বব্যাংক : ঋণ দিচ্ছে

(১ম পৃষ্ঠার পর)

দুর্নীতি করেছিল, তাদের শাস্তিও হয়েছে। তাছাড়া বিশ্বব্যাংক এই অনিয়মকে এখন আর দুর্নীতি বলছে না। তারা বলছেন, অতীতে এই প্রকল্পের কেনাকাটা আইনানুগভাবে হয়নি। সেজন্য তারা প্রকল্পের প্রায় এক লাখ ডলার ফেরত চেয়েছে, যা প্রদানের জন্য ইতোমধ্যে অর্থ মন্ত্রণালয়ে চিঠি দেয়া হয়েছে।'

এ বিষয়ে মাউশির পরিচালক (পরিকল্পনা ও উন্নয়ন) প্রফেসর ড. সিরাজুল হক কয়েকদিন আগে সংবাদকে বলেন, 'প্রকল্প কর্মকর্তারা দুর্নীতি-অনিয়ম করেছিল, প্রকল্পটি দুর্নীতি করেনি। এই প্রকল্পটি খুবই ভালো। আর যারা দুর্নীতি-অনিয়ম করেছিল, তাদের সেকায়েপ প্রকল্প থেকে সরিয়ে দেয়া হয়েছে।'

শিক্ষা মন্ত্রণালয় সূত্র জানায়, বিশ্বব্যাংকের অর্থায়নে পরিচালিত পাঁচ বছর মেয়াদী 'সেকেন্ডারি এডুকেশন কোয়ালিটি অ্যান্ড অ্যাকসেস এনহান্সমেন্ট প্রজেক্টে'র (সেকায়েপ) মেয়াদ শেষ হচ্ছে ২০১৪ সালের জুনে। এখন তড়িঘড়ি করে এই প্রকল্পের মেয়াদ চার বছর বৃদ্ধি করে বিশ্বব্যাংকের কাছ থেকে প্রায় দুই হাজার কোটি টাকা ঋণ নিতে মরিয়া শিক্ষা প্রশাসনের আমলাদের একটি প্রভাবশালী চক্র।

প্রকল্প সংশ্লিষ্ট বিশেষজ্ঞরা জানান, প্রকল্প 'বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ' বা আইএমইডি'র পূর্ণাঙ্গ প্রতিবেদন ছাড়া কোন প্রকল্পের মধ্যকালীন মেয়াদ বৃদ্ধিরও কোন নিয়ম নেই। অথচ সেকায়েপ প্রকল্পের মেয়াদ চার বছর বৃদ্ধির প্রক্রিয়া প্রায় চূড়ান্ত করা হয়েছে আইএমইডি'র প্রতিবেদন ছাড়াই। এ নিয়ে গত ২৮ জুলাই প্রকল্প বাস্তবায়ন ও অগ্রগতি সংক্রান্ত বিষয়ে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের এক সভায় দীর্ঘ সময় আলোচনা হয়। অভিযোগ উঠেছে, মূলত প্রকল্পের অর্থ তছরুপ ও প্রকল্পের অর্থে ইচ্ছেমতো বিদেশ ভ্রমণের জন্যই সরকারের শেষ সময়ে এসে প্রভাবশালী আমলারা ঋণ পেতে মরিয়া।

এ বিষয়ে জানতে চাইলে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের পরিকল্প অনুবিভাগের প্রধান 'চিফ প্লানিং' গোলাম আলী সংবাদকে বলেন, 'প্লানিং (পরিকল্পনা) কমিশনের অনুমতি ছাড়া কোন প্রকল্পের মেয়াদ বৃদ্ধির কোন নিয়ম নেই। প্রকল্পের মেয়াদ বৃদ্ধি করতে হলে প্লানিং কমিশনের সভায় রিভাইজড ডিপিপি বা পর্যালোচিত উন্নয়ন প্রকল্প প্রস্তাবনা অনুমোদন করতে হয়। তাই বিশ্বব্যাংকের ২৫০ মিলিয়ন ঋণ প্রদানের প্রস্তাব শিগগিরই প্লানিং কমিশনে যাবে। প্লানিং কমিশন অনুমোদন করলেই ওই ঋণ গ্রহণ কার্যকর হবে।'

মাউশি'র উপ-পরিচালক (পরিকল্পনা ও উন্নয়ন) এসএম বশীর উল্লাহ সংবাদকে জানান, 'এক হাজার ২২১ কোটি টাকার সেকায়েপ প্রকল্পের মেয়াদ শেষ হওয়ার কথা ২০১৪ সালের জুনে। এখন বিশ্বব্যাংক ওই প্রকল্পের মেয়াদ ২০১৭ সাল পর্যন্ত করতে চাই।'

প্রসঙ্গত, সেকায়েপ প্রকল্পের অধীনে দেশের ১২১টি উপজেলায় মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষার্থীদের উপবৃত্তি প্রদান করা হচ্ছে। এই উপবৃত্তির উদ্দেশ্য হলো ঝরে পড়ার হার কমানো। এ ছাড়াও বিদ্যালয়ে অতিরিক্ত ক্লাস নেয়া, বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্রের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের মধ্যে পাঠাভ্যাস গড়ে তোলা ও বই পড়ার প্রতি আগ্রহ জাগিয়ে তোলা, বিদ্যালয়ে বিশুদ্ধ পানির সরবরাহের লক্ষ্যে ডিপটিউবওয়েল স্থাপন, টয়লেট স্থাপন, ইংরেজি ও গণিত বিষয়ের শিক্ষকদের বিশেষ প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। আর পরিবীক্ষণ মূল্যায়ন উইংয়ের মাধ্যমে এসব কাজ তদারকি করা হয়।

সেকায়েপ'র যত অনিয়ম

শিক্ষা মন্ত্রণালয় সূত্র জানায়, কেনাকাটায় অনিয়ম ও অর্থ তছরুপের দায়ে গত বছর সেকায়েপ প্রকল্পের চারজন কর্মকর্তার বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক (বদলি ও বিভাগীয় মামলা) ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছিল। কিন্তু ক্রয় সংক্রান্ত কমিটি বাতিল করা হয়নি। ওই কমিটির আহ্বায়ক ছিলেন মাউশি'র কর্মকর্তা জুলফিকার রহমান এবং সদস্য ছিলেন মাউশি'র এক সহকারী পরিচালক, একজন প্রকল্প কর্মকর্তা ও শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের একজন সিনিয়র সহকারী সচিব।

ওই কমিটি বাতিলের জন্য পরবর্তীতে গত ১৪ জানুয়ারি বিশ্বব্যাংকের ঢাকা অফিস থেকে চিঠি দেয়া হলে পিডি শহীদ বখতিয়ার আলম তা বাতিল করেন। দুর্নীতিগ্রস্ত কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে কোন শাস্তিমূলক ব্যবস্থাও গ্রহণ করা হয়নি। শাস্তি হয়নি প্রকল্পের সাবেক প্রকল্প পরিচালকেরও (পিডি)। অনিয়মের দায়ে মোট ওই প্রকল্পের দু'জন পিডি'কে সরিয়ে দেন কোন শাস্তি না দিয়েই।

এছাড়াও সেকায়েপ প্রকল্পের উপবৃত্তি কার্যক্রমে নিয়োজিত বিশ্বব্যাংকের পরামর্শক এডমন্ড বার্কের বেতন থেকে অস্বচ্ছ প্রক্রিয়ায় ৩৮ মিলিয়ন (প্রায় ১৫ লাখ টাকা) কর হিসেবে কেটে রাখায় নতুন করে ওই প্রকল্পে অর্থায়ন নিয়ে জটিলতা থাকায় সংস্থাটি। কারণ পরামর্শকের বেতন থেকে কর কর্তনের কোন নিয়ম নেই।